THE DHAKA
UNIVERSITY
JOURNAL
OF LINGUISTICS
@2025 Department of Linguistics

Vol. 18, No. 36, March 2026, P. 31-53
ISSN : 2789-3014, eISSN : 2075-3098
http://dx.doi.org/10.70438/dujl/1836/0002

নারীর ভাষায় বিনম্রতা: স্বরূপ ও প্রকৃতি

গুলশান আরা[১] খন্দকার খায়রুন্নাহার[২*]

Abstract: This paper explores the manifestation of politeness in women's language, focusing on its linguistic, cultural and social dimensions. Drawing on theories of sociolinguistics and pragmatics, the study investigates how women explore politeness strategies such as hedges, honorifics, indirectness and softening devices in everyday communication. It examines the extent to which their linguistic features affect broader gender roles, social expectations and power relations in society. Methodologically, the research adopts a qualitative approach, employing discourse analysis, semi-structured inteviews and participant observation to collect data. The findings suggest that women's language embodies a higher degree of politeness compared to men, shaped by cultural norms, socialisation patterns and gendered expectations. The study contributes to the growing field of gender and language research by offering insights into how politeness functions as both a communication strategy and a marker of identity for women. Moreover, it highlights variation across contexts and socio-economic backgrounds, demonstrating that politeness in women's speech is not a fixed trait but a dynamic and context-sensitive phenomenon.

Keywords: Women's language, Politeness, Gender, Communication, Sociolinguistics, Discourse analysis.

* ১ অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail : gulshan71@du.ac.bd
২ সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
E-mail : tanna.khandker@du.ac.bd

১. ভূমিকা

ভাষা সমাজ, জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য উপাদান। ভাষার মাধ্যমে সামাজিক রীতি-নীতি, মূল্যবোধ এবং পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিফলিত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানের ব্যাপকভাবে আলোচিত বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম জেন্ডারভিত্তিক ভাষা ব্যবহারে বৈচিত্র্য। জেন্ডারভিত্তিক ভাষা ব্যবহারের মূল ধারণাগুলির মধ্যে অন্যতম বিনম্রতার মাধ্যমে সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা এবং আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক লালন করা। নারী ও পুরুষের ভাষা ব্যবহারের একটি লক্ষণীয় পার্থক্য হলো বিনম্রতার মাত্রা ও ধরন। সামাজিক প্রেক্ষাপট নারীকে সাধারণত বিনয়ী, সংযত এবং কোমল হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। যার ফলে নারীর ভাষায় বিনম্রতা অধিক পরিলক্ষিত হয়। সমাজভাষাবিজ্ঞানী Lakoff (1975) এবং Holmes (1995) মনে করেন, নারীর ভাষা পুরুষের ভাষার তুলনায় অধিক বিনম্র, যা সামাজিক প্রত্যাশা, সাংস্কৃতিক রীতি-নীতি এবং ক্ষমতার গতিশীলতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অন্যদিকে, ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিনম্রতাকে সামাজিক দক্ষতা হিসেবে বিবেচনা করা হয় কারণ এর মাধ্যমে আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক তৈরি ও রক্ষিত হয়। প্রতিটি ভাষিক সমাজে বিনম্রতা থাকলেও সংস্কৃতিভেদে এর প্রকাশ ভিন্নতর হয়ে থাকে। বিনম্র হওয়ার অর্থ মূলত সমাজে গ্রহণযোগ্য ভাষিক রীতিবদ্ধ আচরণে অন্তর্ভুক্ত হওয়া (Huang, 2004)। তবে বিনম্রতা প্রকাশে কিছু সমাজভাষাতাত্ত্বিক স্থিতিমাপক (Parameter) রয়েছে; যেমন– বক্তার বয়স, শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান প্রভৃতি (Kerbrat.C & Orecchioni, 2004)। এই স্থিতিমাপক অনুসারে নারী-পুরুষের ভাষা প্রকাশে ভিন্নতা দেখা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধে সমাজভাষাতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীর ভাষায় বিনম্রতার স্বরূপ ও প্রকৃতি উপস্থাপন করা হয়েছে।

১.২ গবেষণার উদ্দেশ্য

বিনম্রতা বিশ্বজনীন প্রপঞ্চ হলেও সংস্কৃতিগত দিক থেকে তা সুনির্দিষ্ট। বাংলা ভাষী নারী-পুরুষের ভাষাতে বিনম্রতা ব্যবহৃত হলেও জেন্ডারভেদে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। নারী-পুরুষের ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্যের মূলে শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক এবং সামাজিক এই তিনটি কারণ বৃহৎ পরিসরে উল্লেখ করা হলেও সমাজে নারীর অবস্থান অনুসারে সামাজিক কারণ সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমাজে অবস্থা ও অবস্থানগত কারণে নারীর ভাষায় বিনম্রতা নিয়ে পূর্বে কোন গবেষণা কর্ম হয়নি। আলোচ্য গবেষণা কর্মের উদ্দেশ্য সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষপটে নারীর ভাষার বিনম্রতার প্রকৃতি, স্বরূপ ও কারণ অনুসন্ধান করা।

১.৩ গবেষণার যৌক্তিকতা

সামাজিক প্রত্যাশা, ক্ষমতার গতিশীলতা বা সাংস্কৃতিক রীতিনীতির কারণে নারীর ভাষায় বিনম্রতা পরিলক্ষিত হয়, যার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক এমনকি পেশাগত জীবনে ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ভাষা মানুষের পরিচয় প্রকাশের হাতিয়ার। এই ভাষা কীভাবে সামাজিক পরিচয়, বিশেষত জেন্ডারভেদে ভিন্ন হয় তা জানার জন্য এই গবেষণার আবশ্যিকতা রয়েছে। ভাষা এবং সমাজে জেন্ডারভিত্তিক বিনম্রতা কীভাবে ভিন্ন, তা এই গবেষণাকর্মের মাধ্যমে অনুধাবন করা সম্ভব যা অন্তঃসাংস্কৃতিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, একই সাথে জেন্ডারভিত্তিক ভাষা পার্থক্য সংকুচিত করার ক্ষেত্রেও তাৎপর্য বহন করে।

১.৪ গবেষণা প্রশ্ন

গবেষণা কর্মটি সম্পাদন করতে দুইটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করা হয়েছে:

ক) বিনম্রতাসূচক ভাষা ব্যবহারে সমাজ-সংস্কৃতির প্রভাব কেমন?

খ) নারীর ভাষায় বিনম্রতাসূচক ভাষিক উপাদানের স্বরূপ ও প্রকৃতি কিরূপ?

২. বিনম্রতা ও নারীর ভাষা সংক্রান্ত পূর্ববর্তী গবেষণা

জেন্ডার এবং ভাষিক বিনম্রতা সমাজভাষাবিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। গত শতকের ষাটের দশক থেকে বিভিন্ন ভাষাবিজ্ঞানী এ বিষয়ে গবেষণা করছেন। ভাষা বৈচিত্র্যের ক্ষেত্রে সামাজিক রীতি-নীতি, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক মানদণ্ড, সংস্কৃতিগত অবস্থান প্রভৃতি প্রভাবক হিসেবে কাজ করে বলে তাঁরা মনে করেন। Lakoff (1975) এর Language and Woman's Place প্রকাশিত হবার পর থেকে সমাজভাষাবিজ্ঞানে জেন্ডারভিত্তিক ভাষাবৈচিত্র্য আলোচনায় অনেকে উৎসাহী হয়েছেন। Lakoff নারীর অধিক বিনম্রতামূলক ভাষা ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করেছেন। একই বছর Zimmerman এবং West (1975) প্রকাশ করেন Dominance Theory, এখানে ক্ষমতা ও জেন্ডারভিত্তিক ভাষার সম্পর্ক উন্মোচন করা হয়েছে। Tannen (1990), Difference and Dominance Model তত্ত্বে নারীর ভাষা ব্যবহারে সামাজিকীকরণের উল্লেখ করেছেন। Brown এবং Levinson (1987) তাঁদের গ্রন্থে নারী-পুরুষের ভাষিক বিনম্রতার স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। Leech (2014) বিনম্রতাকে ভাষা ব্যবহারের সদগুণ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। Holmes (1995) তাঁর আলোচনায় দেখিয়েছেন নারী সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় কৌশলগতভাবে বিনম্রতা ব্যবহার করে। Coates (2015) নারীর ভাষায় বিনম্রতার জন্য বিভিন্ন পরিস্থিতির উল্লেখ করেছেন। Thai-tae (2017) বিমানে সেবা প্রদানকারীদের উপর গবেষণায় দেখেছেন,

নারী পুরুষ উভয় সেবা প্রদানকারী ভাষিক বিনম্রতা ব্যবহার করলেও আত্মরক্ষামূলক কারণে নারী সেবা প্রদানকারীর ভাষাতে তা অধিক পরিলক্ষিত হয়। (Bacha এবং অন্যান্যরা (2011)। আরবি EFL শ্রেণিকক্ষের বিনম্রতা নিয়ে কাজ করেছেন। তারা সাংস্কৃতিক প্রভাবকে বিনম্রতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। Ayesha (2022) গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের নারী ও পুরুষ শিক্ষকের ক্লাসরুমের বক্তৃতা রেকর্ড করে দেখেছেন নারী শিক্ষক প্রায়শই ট্যাগ প্রশ্ন, হেজিং ব্যবহার করেন, যা Lakoff এর তত্ত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। Fatha ও Muhammed (2023) Jamaica Kincaid এর ছোটগল্প 'Girl' বিশ্লেষণ করে দেখেছেন মায়ের কর্তৃত্বপূর্ণ নির্দেশনাবলি শুধু 'মেয়ে' বাচ্চার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতবর্ষে নারী-পুরুষের ভাষা বৈচিত্র্যের প্রাচীনতম উদাহরণ পাওয়া যায় সংস্কৃত নাটকে। সংস্কৃত নাটকে পুরুষেরা এক উপভাষায় এবং নারী অন্য উপভাষায় কথা বলত (নাথ, ১৯৯৯)। সুকুমার সেন ১৯২৭ সালে 'বাঙলায় নারীর ভাষা' প্রবন্ধে নাথ (১৯৯৯) নারী-পুরুষের ভাষা পার্থক্যের বিশদ বর্ণনা করেছেন। বাংলাভাষী গবেষকদের মধ্যে রাজীব হুমায়ুন (১৯৯৩) এবং মৃণাল সমাজভাষাবিজ্ঞান আলোচনা প্রসঙ্গে নারী-পুরুষের ভাষা বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। গুলশান আরা (২০২১) "নারী পুরুষের ভাষা ও ভাষার লৈঙ্গিকতা" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, যেখানে তিনি মূলত বাংলা ভাষার লৈঙ্গিকতা নির্ধারণের প্রয়াস গ্রহণ করেছেন এবং নারী-পুরুষের ভাষার বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর "ক্ষমতা ও নারীর ভাষা" (২০২৪) শীর্ষক প্রবন্ধে ভাষা কীভাবে ক্ষমতা প্রকাশের বাহন হয়ে ওঠে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন এবং একই সাথে নারী-পুরুষের ভাষা পার্থক্যে সামাজিকীকরণের ভূমিকা, ক্ষমতার প্রতিফলন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তবে, বাংলা ভাষাতে নারীর ভাষায় বিনম্রতা বিষয়ক কোনো গবেষণাকর্ম ইতঃপূর্বে সম্পাদিত হয়নি।

৩. তাত্ত্বিক কাঠামো

ভাষায় বিনম্রতার ব্যবহার শুধুমাত্র শিষ্টাচারের বিষয় নয় বরং এটি ক্ষমতা, মর্যাদা এবং আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্ক আলোচনার কৌশলগত হাতিয়ারও। নারীর ভাষায় বিনম্রতা নিয়ে Robin Lakoff (1973,1975), Janet Holmes (1995), Deborab Tannen (1990) উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। এছাড়া সার্বজনীন ভাষিক বিনম্রতা নিয়ে Penelope Brown এবং Stephen Levenson (1987), Geoffrey Leech (1983) প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীর কাজ উল্লেখযোগ্য।

৩.১ ঘাটতি তত্ত্ব এবং বিনম্রতার রীতি (Deficit Theory and Politeness Principles)

১৯৭৫ সালে প্রকাশিত Robin Lakoff-এর বিখ্যাত গ্রন্থ *'Language and Woman's place'* এর মাধ্যমে জেন্ডারভিত্তিক সমাজভাষাগত অধ্যায়নের সূচনা হয়। নারীর ভাষা সামাজিক অধীনতাকে প্রতিফলিত করে বলে তিনি মনে করেন (Lakoff, 1975)। নারী ভাষাকে তিনি দুর্বল, কম ক্ষমতাবিশিষ্ট, আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি, অধিক বিনয় এবং অপ্রত্যক্ষতার সমন্বয় বলে উল্লেখ করেছেন। নারীর ভাষার কিছু বৈশিষ্ট্যও তিনি নির্দেশ করেছেন, যথা– ইতস্তত (hedges), ট্যাগ প্রশ্ন, বিশেষণের ব্যবহার, অতিবিশুদ্ধি প্রবণতা (hyper correction), বিবৃতির মাধ্যমে প্রশ্ন করা, পরোক্ষ অনুরোধ, তীব্রতা (Intensifier), বিনম্রতার ব্যবহার ইত্যাদি। এছাড়াও Lakoff (1973), Grice (1967) এর কথোপকথন রীতির (conversational maxim) ওপর ভিত্তি করে প্রয়োগার্থিক (pragmatical) ক্ষেত্রে দুইটি সার্বজনীন রীতির উল্লেখ করেছেন, যথা– সুস্পষ্ট হওয়া (be clear) এবং বিনম্র হওয়া (be polite)। বিনম্র হওয়ার ক্ষেত্রে বক্তা-শ্রোতার কথোপকথনের তিনটি কৌশল তিনি নির্দেশ করেছেন, যথা- কোনোকিছু আরোপ না করা (do not impose), বিকল্প প্রদান করা (give options) এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা (be friendly)। তিনি মনে করেন, নারী কথোপকথনে সাংঘর্ষিক পরিস্থিতি পরিহার করার জন্য ভাষা প্রয়োগে এই কৌশলগুলি বেশি প্রয়োগ করেন।

৩.২ পার্থক্য এবং আধিপত্য মডেল (Difference and Dominance Model)

Debborah Tannen (1990) 'You Just don't understand women and men conversation' প্রবন্ধে নারীর ভাষায় বিনম্রতার অন্যতম কারণ হিসেবে সামাজিকীকরণের কথা উল্লেখ করেছেন। শৈশব থেকেই মেয়েদের সহযোগিতামূলক, সহানুভূতিশীল, সামাজিকভাবে সচেতন হতে উৎসাহিত করা হয়, পক্ষান্তরে ছেলেদের দৃঢ় এবং আত্মবিশ্বাসী হতে বলা হয় (Tannen, 1990)। মেয়েদের এমনভাবে ভাষা ব্যবহার করতে শেখানো হয়, যা সংঘাত এড়িয়ে সুসম্পর্ক বজায় রাখে। Tannen (1990) নারীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সম্প্রীতিমূলক আলোচনার (rapport talk) ওপর অধিক জোর দিয়েছেন। এটি যোগাযোগের একরকম ধরন নির্দেশ করে যা সম্পর্ক তৈরি, মানসিক সংযোগ স্থাপন এবং সামাজিক সম্প্রীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে (Holmes, 1995)।

৩.৩ আধিপত্য তত্ত্ব (Dominance Theory)

Zimmerman এবং West (1975) আধিপত্য তত্ত্ব প্রদান করেন। এই তত্ত্ব মতে, ভাষায় লিঙ্গের মাধ্যমে ক্ষমতার গতিশীলতা প্রতিফলিত হয়। পুরুষেরা সাধারণত কথোপকথনে আধিপত্য বিস্তার করেন এবং নারীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধাগ্রস্থ (interrupt) করেন। তাঁদের মতে, এতে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন ঘটে, যেখানে পুরুষ প্রভাবশালী ভূমিকা পালন করে। আধিপত্য তত্ত্বের গবেষণাকর্মটি কথোপকথন রেকর্ডের মাধ্যমে করা হয়েছিল এবং ফলাফলে দেখা যায় নারীর কথোপকথনের সময় ৯৬% পুরুষ বিঘ্ন তৈরি করেছিল।

৩.৪ বিনম্রতার কৌশল (Politeness Strategies)

Brown এবং Levinson (1987), Goffman (1967) এর অভিব্যক্তি (face) ধারণার ওপর ভিত্তি করে ১৯৮৭ সালে প্রকাশ করেন *'Politeness: Some Universal Language Usage'* গ্রন্থটি। এই গ্রন্থে তাঁরা বিনম্রতার যে তত্ত্ব উপস্থাপন করেন তা 'সর্বজনীন বিনম্রতার তত্ত্ব' (Universal politeness theory) নামে পরিচিত। তাঁদের আলোচনায় মূল বিষয় ছিল অভিব্যক্তি (face), ইতিবাচক বিনম্রতা (positive politeness), নেতিবাচক বিনম্রতা (negative politeness), অভিব্যক্তি ভীতিকারী কর্ম (face threatening act, FTA) ইত্যাদি। Brown এবং Levinson এর বিনম্রতার তত্ত্ব অনুসারে অভিব্যক্তি (face) বলতে ব্যক্তির নিজস্ব সত্তা, যা আত্মচিত্র বোঝায়। বক্তারা মিথস্ক্রিয়ার সময় তাঁদের নিজেদের এবং অন্যদের অভিব্যক্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে থাকেন। এছাড়া পুরুষদের তুলনায় নারীর ভাষায় ইতিবাচক বিনম্রতা (বন্ধুত্ব এবং সংহতি প্রকাশ) এবং নেতিবাচক বিনম্রতা (সম্মান প্রদর্শন এবং চাপিয়ে না দেওয়া) অধিক পরিলক্ষিত হয়। অভিব্যক্তির ভীতিকারী কর্ম (FTA) হলো কাউকে সরাসরি আদেশ করা। Brown এবং Levinson এর তত্ত্ব অনুসারে বিনম্রতার সাথে দুটি বিষয় সংশ্লিষ্ট, একদিকে FTA হ্রাস করা অন্যদিকে অভিব্যক্তি (face) বৃদ্ধি করা। নারী-পুরুষের ভাষা ব্যবহারের এই পার্থক্যগুলি জৈবিকভাবে নির্ধারিত নয় বরং সামাজিকভাবে নির্মিত হয় (Eckert & McConnell-Ginet, 2003)।

৩.৫ নারীর ভাষার বৈশিষ্ট্য

Angela Goddard এবং Lindsey Patterson (2003), Robin Lakoff (1975), Deborah Tannen (1990) প্রমুখ সমাজভাষাবিজ্ঞানী নারীর ভাষায় কিছু বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করেছেন। যেমন-

i) বিনম্রতা ও পরোক্ষতা (politeness and indirectness)

ii) প্রমিত রূপের ব্যবহার (use of standard language form)

iii) আবেগ এবং অনুভূতিমূলক ভাষা ব্যবহারে গুরুত্বারোপ (emphasis on emotion and empathy)

iv) সমর্থকমূলক ভাষিক উপাদন ব্যবহার (supportive interactional features)

v) ব্যক্তিগত বিষয় এবং সম্পর্কে মনোনিবেশ (focus on relationship and personal topics)

vi) অতি বিনম্রতায় আত্ম-অবমূল্যায়ন (self deprecation or modesty)

vii) ইতস্ততমূলক শব্দের ব্যবহার (hedges)

viii) ট্যাগ প্রশ্নের ব্যবহার (tag questions)

ix) অন্তঃসারশূন্য বিশেষণের প্রয়োগ (empty adjectives)

x) রঙবাচক শব্দের যথাযথ ব্যবহার (precise color terms)

xi) তীব্রতাসূচক শব্দের আধিক্য (intensifiers emphatic stress)

xii) ব্যাকরণ এবং উচ্চারণে অতিবিশুদ্ধিকরণ (hyper correct grammar and pronunciation)

xiii) বিনম্রতার অতি ব্যবহার (super polite form)

xiv) পরোক্ষ অনুরোধ (indirect request)

xv) বিবৃতিমূলক বাক্যে প্রশ্নের স্বরভঙ্গি (question intonation in declarative statements)

xvi) ক্ষমা প্রার্থনা (apologies)

xvii) অশ্লীল ভাষা পরিহার (avoidance of coarse language)

xviii) কম কথা বলা (speaking less frequently)

xix) কথোপকথন সহজতর করা (facilitating conversation)

xx) কার্যকরী ভূমিকায় গুরুত্ব প্রদান (focusing on affective function)

৪. গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাকর্মটিতে গুণগত পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। নারীর ভাষার বিনম্রতা অনুসন্ধানের জন্য ২০ থেকে ৬০ বছর বয়সী ২০ জন অংশগ্রহণকারীর নিকট থেকে পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত উপাত্ত গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। উপাত্ত সংগ্রহে অংশগ্রহণকারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চমাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর। এছাড়া, পূর্ববর্তী গবেষণাকর্ম দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। এই গবেষণাকর্মে নারীর ভাষায় বিনম্রতার স্বরূপ এবং বিনম্রতার কারণ অনুসন্ধানের জন্য Robin Lakoff এর ঘাটতি তত্ত্ব (Deficit Theory,1975) এবং বিনম্রতার রীতি (Politeness Principles,1973), Deborab Tannen (1990) এর পার্থক্য এবং আধিপত্য মডেল (Difference and Dominance Model) এবং Penelope Brown ও Stephen Levinson (1987) এর বিনম্রতার কৌশল (Politeness Strategies) অনুসরণ করা হয়েছে। সংগৃহীত নমুনা উপাত্ত থেকে বিনম্রতাসূচক শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য পৃথক করে উল্লিখিত তিনটি তত্ত্বের আলোকে বিনম্রতাসূচক শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য বিশ্লেষণ করে নারীর ভাষার বিনম্রতার স্বরূপ নির্ণয় এবং এই বিনম্রতাসূচক শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহারের নেপথ্যের সামাজিক কারণ অনুসন্ধান করার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে।

৫. উপাত্ত উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

নারীর ভাষায় ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্যের নমুনা বক্তব্য, প্রেক্ষাপট, বক্তার বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ব্যবহৃত বিনম্রতার কৌশল এবং তাত্ত্বিক কাঠামো নিম্নের সারণিতে লিপিবদ্ধ করা হলো :

ক্রমিক নং	নমুনা বক্তব্য	প্রেক্ষাপট (আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক	বক্তার বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ /বাক্য	বিনম্রতার কৌশল	তাত্ত্বিক কাঠামো
১.	আপনি যদি একটু সাহায্য করতেন।	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক	৩৫	স্নাতকোত্তর	আপনি, যদি, একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, কোন কিছু আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীরণ	ট্যানেন

ক্রমিক নং	নমুনা বক্তব্য	প্রেক্ষাপট (আনুষ্ঠানিক / অনানুষ্ঠানিক	বক্তার বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ /বাক্য	বিনম্রতার কৌশল	তাত্ত্বিক কাঠামো
২.	হয়তো আমি ভুল বলছি, তবে আমার মনে হয়	অনানুষ্ঠানিক	৩০	স্নাতক	হয়তো, তবে, মনে হয়	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ক্ষমা প্রার্থনা, কোন কিছু আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৩.	স্যার, আপনি যদি সময় দেন একটু, তাহলে একটা বিষয়ে কথা বলতে চাই।	আনুষ্ঠানিক	২৭	স্নাতকোত্তর	যদি, একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৪.	এই যে শুনুন, একটু সাইড দিবেন, প্লিজ।	অনানুষ্ঠানিক	২৫	স্নাতক	একটু, প্লিজ	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৫.	আমি যদি ভুল কিছু বলি তাহলে ক্ষমা করবেন।	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক	৩০	স্নাতক	যদি, ক্ষমা করবেন	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, অধিক বিনম্রতা	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৬.	আপনি একটু সময় দিলে আমরা আলোচনা করতে পারি।	আনুষ্ঠানিক	৩৮	স্নাতকোত্তর	একটু, সময় দিলে, করতে পারি	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিবৃতির মাধ্যমে প্রশ্ন, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৭.	আমাদের পরবর্তী বক্তাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, অনুগ্রহ করে সবাই মনোযোগ দিবেন।	আনুষ্ঠানিক	২৪	স্নাতক	অনুগ্রহ	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক স্থাপন	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৮.	আপনার কাজ ঠিকঠাক হচ্ছে তো?	আনুষ্ঠানিক	৪০	স্নাতকোত্তর	হচ্ছে তো	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ট্যাগ প্রশ্ন, কোন কিছু আরোপ না করা	ল্যাকফ

						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৯.	তুমি কি একটু শুনবে?	অনানুষ্ঠানিক	৩২	মাধ্যমিক	তুমি কি, একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
১০.	তুমি কি আমাকে একটু হেল্প করতে পারবে?	অনানুষ্ঠানিক	২৬	স্নাতক	তুমি কি, একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, বিকল্প প্রদান করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
১১.	তুমি এত সুন্দর গুছিয়ে কাজ কর!	অনানুষ্ঠানিক	৩৫	স্নাতক	এত সুন্দর	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিশেষণের প্রয়োগ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন

ক্রমিক নং	নমুনা বক্তব্য	প্রেক্ষাপট (আনুষ্ঠানিক / অনানুষ্ঠানিক	বক্তার বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য	বিনম্রতার কৌশল	তাত্ত্বিক কাঠামো
১২.	আপনি একটু দেখেন, ঠিক আছে কি-না?	আনুষ্ঠানিক	৩৪	স্নাতকোত্তর	একটু, আছে কিনা?	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
১৩.	তুমি কষ্ট করে এটা করে দিলে ভালো হয়।	অনানুষ্ঠানিক	২৮	স্নাতক	কষ্ট করে, ভালো হয়	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
১৪.	দুঃখিত, আমি তোমার সাথে একমত নই।	আনুষ্ঠানিক	৩৮	স্নাতকোত্তর	দুঃখিত	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ক্ষমা প্রার্থী, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
১৫.	আপনি আসলে আমার খুব ভালো লাগবে।	অনানুষ্ঠানিক	৩২	উচ্চ মাধ্যমিক	আসলে, খুব	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						পরোক্ষ অনুরোধ, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
১৬.	দয়া করে একটু সাহায্য করবেন?	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক	৪২	স্নাতক	দয়া করে, একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
১৭.	আমার মনে	অনানুষ্ঠানিক	৪৫	স্নাতকোত্তর	মনে হয়,	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও

	হয় তুমি চাইলে কাজটি করতে পারবে।				তুমি চাইলে		লেভিনসন
						পরোক্ষ অনুরোধ, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
১৮.	আমি সত্যিই দুঃখিত।	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক	৪০	স্নাতকোত্তর	সত্যিই	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ক্ষমাপ্রার্থী, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
১৯.	আমি একটু দ্বিমত পোষণ করছি।	আনুষ্ঠানিক	৩৭	স্নাতক	একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, বিকল্প প্রদান করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
২০.	তুমি এটা করলে খুব উপকার হয়।	অনানুষ্ঠানিক	২৫	উচ্চ মাধ্যমিক	খুব, উপকার হয়	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা বৃদ্ধি, পরোক্ষ অনুরোধ, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
২১.	তুমি কি আমার ডিউটিটা করে দিতে পারবে?	আনুষ্ঠানিক	৫০	স্নাতকোত্তর	তুমি কি	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন

ক্রমিক নং	নমুনা বক্তব্য	প্রেক্ষাপট (আনুষ্ঠানিক / অনানুষ্ঠানিক	বক্তার বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ /বাক্য	বিনম্রতার কৌশল	তাত্ত্বিক কাঠামো
২২.	আপনার কাজটা অসাধারণ হয়েছে।	আনুষ্ঠানিক	২৮	স্নাতক	অসাধারণ	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা বৃদ্ধি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
২৩.	তোমাকে খুব সুন্দর/কিউট/সুইট লাগছে	অনানুষ্ঠানিক	২০	স্নাতক	খুব, সুন্দর/কিউট/ সুইট	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা, বিশেষণ, প্রয়োগ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
২৪.	আমার মতে বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ	আনুষ্ঠানিক	২৩	স্নাতক	মতে	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা বৃদ্ধি, বিকল্প প্রদান করা	ল্যাকফ
						সামাজিকভাবে সচেতন	ট্যানেন

২৫.	আপনি কি আর কিছু বলতে চান?	আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক	৩৫	স্নাতকোত্তর	কি, আর কিছু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
২৬.	ক্ষমা করবেন, আমি আপনার সাথে একমত নই।	আনুষ্ঠানিক	৩৮	স্নাতকোত্তর	ক্ষমা করবেন	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ক্ষমাপ্রার্থী, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
২৭.	আমার মনে হয় এটা ঠিক হবে না, আপনি কি বলেন?	আনুষ্ঠানিক	৩০	স্নাতক	মনে হয়, কি বলেন	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ট্যাগ প্রশ্ন, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
২৮.	প্লিজ! তুমি একটু কষ্ট করে অপেক্ষা কর।	অনানুষ্ঠানিক	২২	স্নাতক	প্লিজ, একটু, কষ্ট করে	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
২৯.	তোমার চাকরীর খবর শুনে আমি ভীষণ খুশি হয়েছি।	অনানুষ্ঠানিক	৫৫	স্নাতকোত্তর	ভীষণ	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তিব্রতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৩০.	উম, তোমাকে কীভাবে যে কথাটা বলি?	অনানুষ্ঠানিক	২৮	উচ্চ মাধ্যমিক	উম, কীভাবে যে	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৩১.	আপনি কি আমার কথায় কিছু মনে করেছেন?	অনানুষ্ঠানিক	২৪	স্নাতক	কি, কিছু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন

ক্রমিক নং	নমুনা বক্তব্য	প্রেক্ষাপট (আনুষ্ঠানিক / অনানুষ্ঠানিক	বক্তার বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ/ বাক্য	বিনম্রতার কৌশল	তাত্ত্বিক কাঠামো
৩২.	এটা ভালো, তাই না?	অনানুষ্ঠানিক	৩০	স্নাতকোত্তর	তাই না	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ট্যাগ প্রশ্ন,	ল্যাকফ

						আরোপ না করা	
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৩৩.	আমি কি কাজটি করব?	অনানুষ্ঠানিক	২০	উচ্চ মাধ্যমিক	কি	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						পরোক্ষ অনুরোধ, বিকল্প প্রদান করা	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৩৪.	আসলেই তোমার রুচির প্রশংসা করতে হয়।	অনানুষ্ঠানিক	৩৮	স্নাতকোত্তর	আসলে ই	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৩৫.	আমি দুঃখিত, কিন্তু একটা কথা বলতে পারি?	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক	৪৫	স্নাতক	দুঃখিত, বলতে পারি	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৩৬.	আমার যদি এটা করতে হতো তাহলে হয়তো এভাবে করতাম না।	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক	৪২	স্নাতকোত্তর	যদি, করতে হতো, হয়তো	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৩৭.	তুমি যদি আমার সাথে যেতে তাহলে খুব ভালো হতো।	অনানুষ্ঠানিক	২৪	স্নাতক	যদি, ভালো হতো	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৩৮.	খুব ভালো থাকবেন।	অনানুষ্ঠানিক	৩৭	স্নাতক	খুব ভালো	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা বৃদ্ধি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৩৯.	আপনার জন্য খুব চিন্তা হচ্ছে।	অনানুষ্ঠানিক	৪৮	উচ্চ মাধ্যমিক	খুব	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা বৃদ্ধি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পক	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৪০.	দুঃখিত, সময়মতো কাজটি শেষ করতে পারিনি।	আনুষ্ঠানিক	৩০	স্নাতক	দুঃখিত	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ক্ষমাপ্রার্থী, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৪১.	রিপোর্টটা আজ জমা দিলে ভালো	আনুষ্ঠানিক	৩৮	স্নাতকোত্তর	ভালো হয়	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						পরোক্ষ অনুরোধ,	ল্যাকফ

	হয়।					আরোপ না করা	
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন

ক্রমিক নং	নমুনা বক্তব্য	প্রেক্ষাপট (আনুষ্ঠানিক / অনানুষ্ঠানিক	বক্তার বয়স	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ/বাক্য	বিনম্রতার কৌশল	তাত্ত্বিক কাঠামো
৪২.	আপনার কি মনে হয় এটা ঠিক?	আনুষ্ঠানিক	৩২	স্নাতক	কি মনে হয়	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ট্যাগ প্রশ্ন, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৪৩.	আপনার বিষয়টি আমি বুঝতে পারছি, কিন্তু	আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক	৩৭	স্নাতক	বুঝতে পারছি, কিন্তু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৪৪.	একটু সময় দিবেন, প্লিজ	অনানুষ্ঠানিক	৩৫	উচ্চ মাধ্যমিক	একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতা ব্যবহার, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৪৫.	আমি জানি, তুই খুব ভালো করবি।	অনানুষ্ঠানিক	২৪	উচ্চ মাধ্যমিক	আমি জানি, খুব	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা বৃদ্ধি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৪৬.	তুই তো জানিস আমার অবস্থা।	অনানুষ্ঠানিক	২৮	স্নাতক	তো	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ইতস্তত, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৪৭.	ইশ! বইটা আনতে একদম ভুলে গিয়েছি।	অনানুষ্ঠানিক	২৩	মাধ্যমিক	ইশ, একদম	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ক্ষমাপ্রার্থী, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৪৮	আপনি কি ফ্রি আছেন?	অনানুষ্ঠানিক	২৫	স্নাতক	কি	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						পরোক্ষ অনুরোধ, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৪৯.	এক গ্লাস পানি দেওয়া	অনানুষ্ঠানিক	৪৫	স্নাতকোত্তর	দেওয়া যাবে	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন

	যাবে?					বিনম্রতার ব্যবহার, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৫০.	আমি কি আপনার কলমটি ব্যবহার করতে পারি?	অনানুষ্ঠাকি/আনুষ্ঠানিক	৩৮	স্নাতকোত্তর	কি, করতে পারি	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৫১.	বিষয়টি হয়তো আমি ভুল বুঝেছি।	আনুষ্ঠানিক/অনানুষ্ঠানিক	৪০	স্নাতক	হয়তো	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ক্ষমাপ্রার্থী, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন
৫২.	আমরা কাজটি করতে পারি, আপনার কি মনে হয়?	আনুষ্ঠানিক	৪৩	স্নাতকোত্তর	কি মনে হয়	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ট্যাগ প্রশ্ন, বিকল্প প্রদান	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন

ক্রমিক নং	**নমুনা বক্তব্য**	**প্রেক্ষাপট (আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক**	**বক্তার বয়স**	শিক্ষাগত যোগ্যতা	বিনম্রতা প্রকাশক শব্দ/বাক্যাংশ /বাক্য	**বিনম্রতার কৌশল**	**তাত্ত্বিক কাঠামো**
৫৩	আপনি কি একটু কথা বলতে পারবেন?	আনুষ্ঠানিক	২৭	উচ্চ মাধ্যমিক	কি, একটু	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিনম্রতার ব্যবহার, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৫৪.	ব্যাপারটা দারুণ! তাই না?	অনানুষ্ঠানিক	২৫	স্নাতক	দারুণ, তাই না	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						ট্যাগ প্রশ্ন, বিশেষণের ব্যবহার, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৫৫.	বাহ! কী দারুণ তোমার গানের গলা।	অনানুষ্ঠানিক	২০	উচ্চ মাধ্যমিক	বাহ, দারুণ	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিশেষণের ব্যবহার, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহযোগিতামূলক মনোভাব	ট্যানেন

৫৬.	হায় আল্লাহ! তুমি এতক্ষণে আসলে	অনানুষ্ঠানিক	৪৩	স্নাতক	হায় আল্লাহ	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৫৭.	কাজটা করো তো	অনানুষ্ঠানিক	৩৬	উচ্চ মাধ্যমিক	তো	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						তীব্রতা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৫৮.	হালকা বেগুনি রংটা তোমাকে খুব মানিয়েছে	অনানুষ্ঠানিক	৩৫	স্নাতক	হালকা বেগুনি, খুব	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						রঙ বাচক শব্দের ব্যবহার, তীব্রতা বৃদ্ধি, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন
৫৯.	রান্নাটা কী যে মজা হয়েছে	অনানুষ্ঠানিক	২৫	স্নাতক	কী যে, মজা	ইতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						বিশেষণের প্রয়োগ, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক	ল্যাকফ
						সহানুভূতিশীল	ট্যানেন
৬০.	যদি পারেন কাল আমাদের বাসায় আসবেন।	অনানুষ্ঠানিক	৫৫	স্নাতক	যদি পারেন	নেতিবাচক বিনম্রতা	ব্রাউন ও লেভিনসন
						পরোক্ষ অনুরোধ, আরোপ না করা	ল্যাকফ
						সামাজিকীকরণ	ট্যানেন

সারণি: নারীর বিনম্রতাসূচক ভাষা ব্যবহারের উপাত্ত বিশ্লেষণ

নমুনা বক্তব্য হিসেবে গৃহীত ৬০টি বাক্যকে ব্যবহারের প্রেক্ষাপট অনুসারে আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠানিক এবং আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক এই তিনটি প্রেক্ষাপটে ভাগ করা হয়েছে। নারী ভাষায় বিনম্রতার প্রয়োগ অনুধাবনের জন্য গৃহীত ৬০টি নমুনা বাক্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়- 'আপনি', 'যদি', 'একটু', 'হয়তো', 'তবে', 'মনে হয়', 'প্লিজ', 'ক্ষমা করবেন', 'সময় দিলে', 'করতে পারি', 'অনুগ্রহ', 'হচ্ছে তো', 'তুমি কি', 'এত সুন্দর', 'আছে কিনা', 'কষ্ট করে', 'ভালো হয়', 'দুঃখিত', 'আসলে', 'দয়া করে', 'তুমি চাইলে', 'সত্যিই', 'খুব', 'অসাধারণ', 'সুন্দর/কিউট/সুইট', 'মতে', 'কি', 'আর কিছু', 'কি বলেন', 'কষ্ট করে', 'ভীষণ', 'উম', 'কীভাবে যে', 'কিছু', 'তাই না', 'আসলেই', 'বলতে পারি', 'করতে হতো', 'কিন্তু', 'একটু', 'আমি জানি', 'তো', 'ইশ', 'একদম', 'যদি

পারেন', 'দেওয়া যাবে', 'হয়তো', 'কি মনে হয়', 'বাহ', 'দারুন', 'হায় আল্লাহ', 'হালকা বেগুনি', 'কী যে', 'মজা' ইত্যাদি বিনম্রতাসূচক শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য নারীরা তাদের ভাষায় বিনম্রতা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেন।

Brown ও Levinson এর বিনম্রতা কৌশল অনুসারে (politeness strategies) বাংলা ভাষায় বিনম্রতাসূচক শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য নারী নেতিবাচক বিনম্রতা হিসেবে ভাষায় ব্যবহার করেছেন, যথা- আপনি, যদি, একটু, হয়তো, তবে, মনে হয়, প্লিজ, ক্ষমা করবেন, সময় দিলে, করতে পারি, অনুগ্রহ, তুমি কি, আছে কিনা, কষ্ট করে, ভালো হয়, দুঃখিত, আসলে, খুব দয়া করে, তুমি চাইলে, সত্যিই, মতে, কি, আর কিছু, ক্ষমা করবেন, মনে হয়, কি বলেন, ভীষণ, উম, কীভাবে যে, কিছু, তাই না, আসলেই, বলতে পারি, ভালো হতো, খুব ভালো, বুঝতে, কিন্তু, যদি পারেন, দেওয়া যাবে, হয়তো, কি মনে হয়, হায় আল্লাহ ইত্যাদি পক্ষান্তরে, হচ্ছে তো, এত সুন্দর, আসাধারণ, খুব, সুন্দর/কিউট/সুইট, ভীষণ, আসলেই, তাইনা, বাহ, দারুণ, হালকা বেগুনি, খুব, কী যে, মজা প্রভৃতি শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য বক্তা ইতিবাচক বিনম্রতা হিসেবে ভাষায় প্রয়োগ করেছেন।

Lakoff (1975) এর ঘাটতিতত্ত্ব এবং বিনম্রতার মডেল (Deficit and politeness Model) এবং নারীর ভাষার বৈশিষ্ট্য অনুসারে ইতস্তত করা (hedge) ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি, বিকল্প প্রদান, আরোপ না করায় ক্ষেত্রে নারী তার ভাষাতে উম, কীভাবে যে, কি, কিছু, বুঝতে পারছি, কিন্তু, তো, যদি, একটু, আছে কিনা ইত্যাদি ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন। ক্ষমা প্রার্থনা করা ও কোন কিছু আরোপ না করা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করা, বিকল্প প্রদান করার ক্ষেত্রে হয়তো, তবে, মনে হয়, দুঃখিত, সত্যিই, ক্ষমা করবেন, ক্ষমা প্রার্থী, প্রভৃতি শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য ব্যবহার করে থাকেন। অতি বিনয়ী রূপের প্রয়োগও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি, বিকল্প প্রদান, আরোপ না করার ক্ষেত্রে একটু, প্লিজ, কষ্ট করে, ভালো হয়, দয়া করে, আসলেই, যদি, ভালো হতো, দেওয়া যাবে, কি, করতে পারিভাষিক উপাদানসমূহ সাধারণত নারী ব্যবহার করেন। বিবৃতির মাধ্যমে প্রশ্ন করার ক্ষেত্রে ও বিকল্প প্রদানে-একটু, সময় দিলে, করতে পারি ভাষিক উপাদান প্রয়োগ করেন। ট্যাগ প্রশ্ন (tag questions) ও কিছু আরোপ না করা, বিকল্প প্রদান করা, বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করার ক্ষেত্রে হচ্ছে তো, মনে হয়, কি বলেন, তাই না, কি মনে হয়, ভাষিক উপাদান ব্যবহার করেন। অন্তঃসারশূন্য বিশেষণের প্রয়োগ (empty adjectives) এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে এত সুন্দর, সুন্দর, কিউট, সুইট, দারণ, বাহ, মজা প্রভৃতি ভাষিক উপাদানের প্রয়োগ দেখা

যায়। পরোক্ষ অনুরোধ (indirect request) ও আরোপ না করা, বিকল্প প্রদান করার ক্ষেত্রে- মনে হয়, তুমি চাইলে, উপকার হয়, কি ভালো হয়, যদি পারেন প্রভৃতি শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য ব্যবহার করেন। তীব্রতাসূচক (intensifiers) শব্দের আধিক্য বৃদ্ধি এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি, বিকল্প প্রদানের ক্ষেত্রে- তো, খুব, মতে, ভীষণ প্রভৃতি ভাষিক উপাদান ব্যবহৃত হয়। এছাড়া রঙ বাচক শব্দের যথাযথ ব্যবহার এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরির ক্ষেত্রে হালকা বেগুনি ভাষিক উপাদান নারী ব্যবহার করেন।

Tannen (1990) এর পার্থক্য এবং আধিপত্য মডেল (Difference and Dominance Model) অনুযায়ী নমুনা উপাত্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে আপনি, যদি, একটু, হচ্ছে তো, তুমি কি, কষ্ট করে, ভালো হয়, দুঃখিত, দয়া করে, খুব উপকার হয়, সুন্দর, কিউট, সুইট, ক্ষমা করবেন, প্লিজ, তাই না, আসলেই, বলতে পারি, করতে হতো, হয়তো, ভালো হতো, ইশ, একদম, যদি পারেন, কি, দেওয়া যাবে, করতে পারি, কি মনে হয়, দারুণ, হায় আল্লাহ, হালকা বেগুনি, প্রভৃতি শব্দ, বাক্যাংশ এবং বাক্য নারী সাধারণত ব্যবহার করে থাকেন। সহযোগিতামূলক মনোভাব প্রকাশে হয়তো, তবে, মনে হয়, যদি, একটু, ক্ষমা করেন, সময় দিলে, করতে পারি, অনুগ্রহ, এত সুন্দর, আছে কিনা, আসলে, খুব, তুমি চাইলে, কি বলেন, কি, দুঃখিত, হয়তো, বাহ, দারুণ, এমন ভাষিক উপাদান ব্যবহার করে থাকেন। সহানুভূতিশীলতার ক্ষেত্রে- একটু, প্লিজ, সত্যিই, অসাধারণ, আর কিছু, ভীষণ, কিছু, খুব ভালো, খুব, ভালো হয়, বুঝতে পারছি, আমি জানি, তো, মজা, কী যে ইত্যাদি শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য নারী সাধারণত ভাষায় প্রয়োগ করে থাকেন।

৬. ফলাফল পর্যালোচনা

বিনম্রতা ভাষার এমন একটি ব্যবহারিক রূপ যা বক্তা, শ্রোতার প্রতি সম্মান, সৌজন্য প্রকাশে ব্যবহার করেন। বয়সভেদে পরিবারিক, সামাজিক, ধর্মীয়, পেশাগত, রাজনৈতিক, স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞ জ্ঞাপন প্রতিটি ক্ষেত্রে বিনম্রতাসূচক শব্দের ব্যবহার আমাদের সমাজে প্রচলিত, যা নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহার করেন। তথাপি, নারীর ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বিনম্রতাসূচক শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্যের ব্যবহার আমাদের সমাজে পরিলক্ষিত হয় যা পুরুষের ভাষায় বিরল। নারীর ভাষায় ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দাবলির উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নিম্নোক্ত ফলাফল পাওয়া যায়-

Brown এবং Levinson এর কৌশল অনুযায়ী দেখা যায়, নারী তাঁর ভাষাতে ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয় ধরনের বিনম্রতা শব্দাবলি ব্যবহার করেন। ইতিবাচক

বিনম্রতার কৌশল তাঁরা ব্যবহার করেন বন্ধুত্ব এবং সংহতি প্রকাশের ক্ষেত্রে। যেমন- 'হালকা বেগুনি রংটা তোমাকে মানিয়েছে' বা 'আসলেই তোমার রুচির প্রশংসা করতে হয়' বাক্যদুটিতে ব্যবহৃত বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি বক্তার (নারীর) ইতিবাচক অভিব্যক্তি (face) শ্রোতার নিকট উপস্থাপন করে এবং শ্রোতার সাথে আন্তরিকতাপূর্ণ বা সৌহাদ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে। পক্ষান্তরে, নারী বিনম্রতার নেতিবাচক কৌশল ব্যবহার করেন শ্রোতাকে জোর না করা বা আরোপ না করার ক্ষেত্রে। নমুনা উপাত্ত বিশ্লেষণে দেখা যায়, নারী তাঁর ভাষাতে ইতিবাচক বিনম্রতা অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতা অধিক ব্যবহার করেন যার পেছনে সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন কারণ বিদ্যমান। এই ধরনের নেতিবাচক বিনম্রতা ব্যবহারের ফলে সমাজে সবার সাথে নারীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি হয়, যা তার চলার পথকে সহজতর করে। বর্তমানে গবেষণাকর্মে গৃহীত উপাত্ত প্রেক্ষাপট অনুসারে দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে, যথা- আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক। আবার কিছু বিনম্রতাবাচক শব্দ, বাক্যাংশ, বাক্য আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক উভয় পরিবেশে ব্যবহৃত হয়। উপাত্ত লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অনানুষ্ঠানিক পরিবেশে ৩৩, আনুষ্ঠানিক পরিবেশে বা প্রেক্ষাপটে ১৭ এবং আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রেক্ষাপটে ১০টি নমুনা বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ইতিবাচক বিনম্রতা অপেক্ষা নেতিবাচক বিনম্রতার ব্যবহারও অনেক বেশি। নারী নিজের অভিব্যক্তি বাড়ানো অপেক্ষা সৌহাদ্যপূর্ণ পরিবেশ রক্ষাতে বেশি আগ্রহী হবার কারণে নেতিবাচক বিনম্রতা তার ভাষায় অধিক পরিলক্ষিত হয়।

Lakoff এর তত্ত্বানুসারে দেখা যায় নারী কোনো কিছু সরাসরি না বলে পরোক্ষতার আশ্রয় নেয়। তাদের ভাষাতে ইতস্ততমূলক শব্দ এবং ট্যাগ প্রশ্ন অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয় যা নারীর দ্বিধাবোধ, অন্যের সমর্থন প্রত্যাশাকে নির্দেশ করে। অন্তঃসারশূন্য বিশেষণের অধিক প্রয়োগ নারীর অধিক বিনম্রতা, পরোক্ষতার প্রতিফলন ঘটায়। সূক্ষ্মভাবে রঙবাচক শব্দের ব্যবহার সামাজিকীকরণকে নির্দেশ করে। তীব্রতাসূচক শব্দের অধিক ব্যবহারের মাধ্যমে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার বিপরীতে নারীর অবস্থানকে বোঝায়। নারী ভাষাতে সচেতনভাবে অতি বিনম্রতার ব্যবহার, পরোক্ষ অনুরোধ করে থাকেন যা সামাজিক আনুগত্য, দৃঢ়ভাবে বক্তব্য উপস্থাপন না করার প্রবণতা তুলে ধরে। ভাষা ব্যবহারে ঘনঘন ক্ষমা চাওয়া নারীর অধস্তন সামাজিক অবস্থান নির্দেশ করে।

শিশুর সামাজিকীকরণে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভূমিকা পালন করে। এইসব সামাজিক প্রতিষ্ঠানই মানুষকে ক্রমাগত নারী ও পুরুষ করে তোলে (গুলশান, ২০২১)। সমাজ নারীর নিকট থেকে নম্র, শান্ত, সংবেদনশীল আচরণ প্রত্যাশা করে বলে ছোটবেলা

থেকেই তাদের কী করতে হবে, আর কী করা যাবে না-সেই শিক্ষা দিয়ে থাকে। যার ফলে Lakoff এর ঘাটতি তত্ত্ব Jamaica Kincaid এর ছোট গল্প 'Girl' এর মিলে যায় (Fatah & Muhammed, 2023)। পৃথিবীর অনেক সমাজ পুরুষশাষিত বলে সব কিছুর কর্তা এমনকি সমগ্র মানবসমাজের প্রতিনিধি হিসেবে অধিকাংশ সময় পুরুষদের ধরা হয় (হুমায়ুন, ১৯৯৩)। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান প্রান্তিক হওয়াতে ভাষা ব্যবহারেও এর প্রতিফলন ঘটে। অধিক বিনম্রতা প্রকাশের মাধ্যমে নিজের অবস্থান প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা নারীর ভাষাতে দৃশ্যমান। এছাড়া, সম্পর্কের স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য 'সম্প্রীতিমূলক আলোচনার' (rapport talk) মাধ্যমে নারী সম্পর্ক বা বন্ধন জোরদার করে (Tannen, 1990)।

অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন না হওয়া এবং ক্ষমতার প্রান্তিকে অবস্থান করার কারণে তাদের মতামতকে পুরুষ সাধারণত গুরুত্ব প্রদান করে না। এ কারণে নারীর ভাষা অনেকক্ষেত্রে আপোষমূলক হয়ে থাকে। ১৯২৭ সালে রচিত 'বাঙলায় নারীর ভাষা' শীর্ষক প্রবন্ধে সুকুমার সেন নারী-পুরুষের ভাষা পার্থক্য সম্পর্কে বলেন 'পুরুষ ও নারীর কর্মক্ষেত্র আর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পূর্ণরূপে আলাদা বলেই এই পার্থক্যের উদ্ভব' (আজাদ, ১৯৮৫:৬৭২)। একবিংশ শতকে নারী-পুরুষের কর্মক্ষেত্র পৃথক না হলেও ভাষাগত পার্থক্য এখনো সুস্পষ্টভাবে দৃশ্যমান। নারী অক্ষম, দুর্বল এবং কোনো অবস্থাতেই পুরুষের সমকক্ষ নয় এমন ধারণাকে ভিত্তি করে পৃথিবীর সভ্যসমাজ গড়ে ওঠেছে। এমনকি, প্রধান প্রধান ধর্মানুসারে নারী পুরুষের অধীন (হোসেন ও অন্যান্য, ২০০৬)। অনেক সংস্কৃতিতে নারীদের বিনম্রভাবে কথা বলাকে ধর্মীয় ও নৈতিক দায়িত্ব মনে করা হয়।

শ্রোতার প্রতি অধিক সংবেদনশীলতার জন্যও নারী ভাষা ব্যবহারে কোমল শব্দাবলি ব্যবহার করে থাকেন। নেতিবাচক (dysphemism) শব্দাবলির পরিবর্তে সুভাষণ (euphemism) নারীরা অধিক ব্যবহার করেন। নারী বিরোধ সৃষ্টি বা আক্রমনের শিকার না হবার জন্য কথোপকথনে বিনম্রতা ব্যবহার করেন। এটি একধরনের আত্মরক্ষামূলক কৌশল। তবে একে কৌশলগত যোগাযোগের ধরন বলে চিহ্নিত করেন Mills (2003)। নারীর ভাষায় বিনম্রতাসূচক শব্দাবলি ব্যবহারের নেপথ্যে নারী মানসিকতাও অনেকাংশে দায়ী। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে যুগের পর যুগ নারী অধস্তন হিসেবে নিজেকে মনস্তাত্ত্বিকভাবেই মেনে নিয়েছেন। তারা সম্পর্ক রক্ষাকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন বলে ভাষা ব্যবহারে অবচেতনভাবেই পুরুষতন্ত্রের গুণকীর্তন করে থাকেন। তাই, অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হওয়া সত্ত্বেও পুরুষসঙ্গী সম্পর্কে জনৈক সফল অভিনেত্রীর কণ্ঠে শোনা যায়, 'আমাকে কাজ করতে দিচ্ছে'।

ভাষার ব্যবহার বাচনিক এবং অবাচনিক-দুই ধরনের হয়ে থাকে। বাচনিক ভাষাতে যেমন বিনম্রতা পরিলক্ষিত হয়, তেমন নারীর অবাচনিক ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও বিনম্রতার প্রয়োগ ঘটে। যেমন- হাসির মাধ্যমে সৌজন্য, গ্রহণযোগ্যতা, চোখ নামানো দিয়ে সম্মান প্রদর্শন এবং লজ্জিত হওয়া। বিনম্রতার কারণে চোখে চোখ রেখে কথা বলেন না, এছাড়া বড়দের সামনে মাথা নামিয়ে রাখাকেও আমাদের সমাজে বিনম্রতা হিসেবে ধরা হয়, যা নারীর অবাচনিক ভাষা প্রয়োগে প্রতিনিয়ত পরিলক্ষিত হয়। ধীরস্থির উচ্চারণ, মৃদুস্বরে কথা বলা, নিচু স্বরে কথা বলার মাধ্যমেও নারী নিজের সৌজন্যবোধ প্রকাশ করে থাকেন। শারীরিক বিভিন্ন ভঙ্গি, যেমন- সামনে ঝুঁকে বসার মাধ্যমেও শ্রোতার প্রতি আগ্রহী মনোভাব প্রকাশ পায়। অবাচনিক বিনম্রতা পুরুষের ভাষাতে থাকলেও নারীর ভাষায় অনেক বেশি পরিলক্ষিত হয়। হাতজোড় করা, বয়স্কদের পায়ে হাত দিয়ে সালাম বা প্রণাম করা, অন্যের সাথে কথোপকথনে মাথানত করে থাকা ইত্যাদি অবাচনিক ভাষিক রূপ নারী-পুরুষ নির্বিশেষে ব্যবহার করলেও নারীর ক্ষেত্রে অধিক পরিলক্ষিত হয়। নীচু কণ্ঠস্বর, কণ্ঠে দ্বিধার মাধ্যমে নারীর লজ্জাশীলতা প্রকাশ পেলেও এই অবাচনিক আচরণগুলি দিয়ে নারীর বিনম্রতা প্রকাশ পায়। এছাড়া সহানুভূতি যা ঘনিষ্ঠতা প্রকাশে আলতো স্পর্শ, ঘনিষ্ঠ কাউকে আলিঙ্গন করা, খুব কাছাকাছি দাঁড়ানো এড়িয়ে চলা, নারীর অবাচনিক ভাষিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে। এগুলি পক্ষান্তরে নারীর বিনম্রতার প্রতিফলন। সামাজিকীকরণ, নিরাপত্তাহীনতা, আত্মবিশ্বাসের অভাব প্রভৃতি কারণসমূহ নারীর অবাচনিক যোগাযোগের অন্তরালে রয়েছে।

বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে, পেশাগত জীবনে নারীর সফল উপস্থিতির কারণে পরিস্থিতি খুব ধীর গতিতে হলেও পরিবর্তিত হচ্ছে। পেশাগত জীবনে শীর্ষস্থানীয় পদে থাকলে নারীর ভাষা কর্তৃত্বপরায়ণ হয়ে উঠছে। ট্যাগ প্রশ্নের ব্যবহার বা পরোক্ষ অনুরোধ কিছুটা হলেও হ্রাস পাচ্ছে। উল্লেখ্য, পুরুষ মানসিকতারও পরিবর্তিত হচ্ছে। উচ্চ-সামাজিক শ্রেণি বা পেশাগত অবস্থানের কারণে পুরুষের ভাষাতেও বিনম্রতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

৮. উপসংহার

বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে কোনো গবেষণাকর্মই চূড়ান্ত ও শেষ কথা নয়। যেকোনো গবেষণাকর্মের ফলাফলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের সার্বিক ও সম্পূর্ণ চিত্র লাভ করা সম্ভব নয়। বর্তমান গবেষণার ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। ভবিষ্যতে গবেষকগণ এই ফলাফলকে বিবেচনায় রেখে নারীর ভাষায় বিনম্রতায় অন্যান্য সামাজিক প্রপঞ্চের প্রভাব নিয়ে কাজ

করতে পারেন যা গবেষণাক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে পারে। নারী ও পুরুষের ভাষাগত বিনম্রতার প্রকাশ কেবল ভাষাগত নয় বরং সমাজ, সংস্কৃতি, ক্ষমতা ও সম্পর্কের কাঠামোর প্রতিফলন। নারীর ভাষায় পরোক্ষতা, নম্রতা, সামাজিকতা রক্ষার প্রবণতা অধিক থাকে যা সমাজের প্রত্যাশা ও লিঙ্গভিত্তিক ক্ষমতা বন্ধনের চিত্রকে দৃশ্যমান করে। ভাষায় লিঙ্গভিত্তিক পার্থক্য ব্যাকরণগত নয়, সামাজিক-সাংস্কৃতিক। তবে নারীর ক্ষমতায়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হলে লিঙ্গভিত্তিক ভাষা পার্থক্য অনেকাংশেই হ্রাস পাবে।কোনো গবেষণাকর্মই সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নয়। বর্তমান গবেষণাকর্মেরও সীমাবদ্ধতা রয়েছে। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি পেশার নারীর ভাষা থেকে বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের নারী এবং শহরাঞ্চলের নিরক্ষর নারীর ভাষা থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হলে গবেষণাকর্মটি অধিকতর সমৃদ্ধ হতো।

তথ্য নির্দেশ

গুলশান আরা। (২০২১)। *নারী-পুরুষের ভাষা ও ভাষার লৈঙ্গিকতা*। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান পত্রিকা। বর্ষ-১২, সংখ্যা-২৩-২৪ (যুক্ত)

গুলশান আরা। (২০২৪)। *ক্ষমতা ও নারীর ভাষা*। প্রাচ্যবিদ্যা পত্রিকা, সংস্কৃত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। ৪র্থ সংখ্যা, এপ্রিল, ২০২৪

মৃণাল নাথ। (১৯৯৯)। *ভাষা ও সমাজ*। কলিকাতা : নয়া উদ্যোগ

রাজীব হুমায়ুন। (১৯৯৩)। *সমাজ ভাষাবিজ্ঞান*। ঢাকা: দ্বীপ প্রকাশন

সেলিনা হোসেন ও মাসুদুজ্জামান (সম্পাদিত), (২০০৬)। *জেন্ডার বিশ্বকোষ*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

Ayesha. (2022). Gender-based politeness strategies: A case study of faculty members in the Department of English, University of Gujrat. *Linguistics and Literature Review, 8*(1), 85–105.

Bacha, N. N., Bahous, R., & Diab, R. L. (2011). Gender and politeness in a foreign language academic context. *International Journal of English Linguistics, 2*(1), 79–91.

Cameron, D. (2005). Language, gender and sexuality: Current issues and new directions. *Applied Linguistics, 26*(4), 482–502.

Coates, J. (2015). *Women, men and language: A sociolinguistic account of gender differences in language* (3rd ed.). Routledge.

Eckert, P., & McConnell-Ginet, S. (2003). *Language and gender*. Cambridge University Press.

Fatah, S. M., & Muhammed, A. A. (2023). A sociolinguistic study of gendered language in Jamaica Kincaid's "Girl" using speech act theory and the deficit model. *Language Literacy: Journal of Linguistics, Literature and Language Teaching, 9*(1), 11–26.

Goddard, A., & Patterson, L. (2000). *Language and gender*. Routledge.

Holmes, J. (1995). *Women, men and politeness*. Longman.

Huang, Y. (2004). Politeness principle in cross-cultural communication. *English Language Teaching, 1*(1), 96–101.

Kerbrat-Orecchioni, C. (2004). Politeness in France: How to buy bread politely. In L. Hickey & M. Stewart (Eds.), *Politeness in Europe* (pp. 29–44). Cromwell Press.

Lakoff, R. (1973). The logic of politeness; or, minding your p's and q's. In *Papers from the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society* (pp. 292–305). Chicago Linguistic Society.

Lakoff, R. (1975). *Language and woman's place*. Harper & Row.

Leech, G. (2014). *The pragmatics of politeness*. Oxford University Press.

Mills, S. (2003). *Gender and politeness*. Cambridge University Press.

Tannen, D. (1990). *You just don't understand: Women and men in conversation*. Ballantine Books.

Thai-tae, S. (2017). The relationship between gender and selection of politeness strategies in refusing in airline business. *Language and Linguistics, 36*(1), 97–122.

Zimmerman, D. H., & West, C. (1975). Sex roles, interruptions and silences in conversation. In B. Thorne & N. Henley (Eds.), *Language and sex: Difference and dominance* (pp. 105–129). Newbury House.